

ক্বায়েদে মিল্লাত, তাজুল মাশায়েখ, আবুল মুখতার, হযরত
সায়্যিদ মুহাম্মাদ মাহমুদ আশরাফ আশরাফী আল-জীলানী
(মুন্না যিল্লুল্হ ‘আলী), সাহেবে সাজ্জাদাহ্, আস্তানায়ে আলিয়া আশরাফিয়া হাসানিয়া
সরকারে কালাঁ, উত্তর প্রদেশ, ভারত)-এর

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

মহানবী হযুর পাক সালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম ইরশাদ করেন:

خَيَارُكُمْ الَّذِينَ إِذَا رُؤُوا ذُكِرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ

–“তোমাদের মধ্যে অতিউত্তম (আল্লাহ্’র ওলী) তাঁরাই, যাদেরকে দেখলে আল্লাহ্ তা‘আলার কথা স্মরণ হয়।” (ইবনু মাজাহ্, আস-সুনান, হাদীস নং- ৪২৫৮)

উপর্যুক্ত এ পবিত্র হাদীস শরীফের স্পষ্ট নির্দেশনার আলোকে আমাদের চোখ ও অন্তর সাক্ষ্য দেয় যে, নিশ্চয়ই হযুর ক্বায়েদে মিল্লাত -মুন্না যিল্লুল্হ ‘আলী- আল্লাহ্ তা‘আলার এমন এক মহান ওলী যাকে দেখলে পার্থিব সকল চিন্তা দূর হয়ে যায় এবং আল্লাহ্ তা‘আলাকে স্মরণে আসে।

শুধু আল্লাহ্’র ওলীই নন, বরং যাঁর পবিত্র দৃষ্টিতে অতি-সাধারণ ব্যক্তিও আল্লাহ্’র ওলীতে পরিণত হয়। যিনি নবী-বংশের ৪০তম উজ্জল নক্ষত্র, যেই নবী-বংশের উপর আমরা নামাযে দরুদ শরীফ পাঠ করি। যিনি বড়পীর গাউসে পাক আব্দুল ক্বাদের জীলানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি’র বংশধারার ২৭তম পবিত্র রত্ন এবং মাখদুম সুলতান সায়্যিদ আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি’র দরবারের বর্তমান ১৯তম জানাশীন ও সাজ্জাদানশীন।

□ নাম মুবারক:

তাঁর বরকতময় মূল নাম হলো, ‘সায়্যিদ মাহমুদ আশরাফ’। উপনাম, ‘আবুল মুখতার। লকব বা উপাধী, ‘ক্বায়েদে মিল্লাত’ ও ‘তাজুল মাশায়েখ’।

□ জন্ম মুবারক:

৯ রবিউল আউয়াল মোতাবেক ৭ জুলাই ১৯৬৪ খ্রিষ্টাব্দে মহামান্য পিতা শায়খে আ‘যম সায্যিদ ইযহার আশরাফ রহ্মাতুল্লাহি আলাইহি ও মহিয়সী মাতা সায্যিদা নুযহাত ফাতেমা রহ্মাতুল্লাহি আলাইহা-এর পবিত্র ঘর আলোকিত করে হুযুর ক্বায়েদে মিল্লাত -মুদা যিল্লুহ্ল ‘আলী-দুনিয়াতে শুভাগমন করেন।

□ পবিত্র শিক্ষা জীবন:

পবিত্র খান্দানের রেওয়ায (প্রথা) অনুযায়ী ৪ বছর ৪ মাস ৪ দিন বয়সে হুযুর ক্বিবলার ‘বিসমিল্লাহ্ খানী’ (শিক্ষার সর্বপ্রথম সূচনা) মদীনা মুনাওয়্যারায় মসজিদে নববী শরীফে করা হয়। প্রাথমিক শিক্ষা আপন ঘর মুবারকেই সম্পন্ন করেন। অতঃপর মাদ্রাসায়ে আশরাফিয়া ইযহারুল ‘উলূম (মাছিপুর, ভাগালপুর, বিহার)-এ পড়াশোনা করেন। জামেয়া ন’ঈমিয়া মুরাদাবাদেও কিছুদিন পড়াশোনা করেন। অতঃপর কিছাউছা শরীফে জামে‘ আশরাফে দরসে নিযামীর সম্পূর্ণ পাঠ সমাপ্ত করেন। ২৭ মুহাররামুল হারাম ১৪১০ হিজরীতে উরসে মাখদুমী’র পবিত্র ক্ষণে হুযুর সরকারে কালাঁ সায্যিদ মুখতার আশরাফ আশরাফী আল-জীলানী রহ্মাতুল্লাহি আলাইহি’র পবিত্র হাতে দস্তারে ফযীলতের সর্বোচ্চ সম্মাননা হাসিল করেন।

দীনি শিক্ষার পাশাপাশি তিনি ‘লন্সৌ ইউনিভার্সিটি’ থেকে ‘গ্র্যাজুয়েশন’ ও ‘পোস্ট গ্র্যাজুয়েশন’ সম্পন্ন করেন।

□ শিক্ষকতা:

অতঃপর ৩ (তিন) বছর জামে‘ আশরাফে ‘ফি সাবীলিল্লাহ্’ (আল্লাহ্’র সন্তুষ্টির নিমিত্তে বিনা পারিশ্রমিকে) শিক্ষকতার মহান পেশায় নিজেকে নিয়োজিত করেন।

❑ বায়'আত গ্রহণ ও খিলাফাত অর্জন:

শিক্ষকতার পর তিনি আপন দাদাজান হুযুর সরকারে কালাঁ সাযিদ্ মুখতার আশরাফ আশরাফী আল-জীলানী রহ্মাতুল্লাহি আলাইহি'র পবিত্র হাতে সিলসিলায়ে ক্বাদেরিয়া মুনাওয়্যারিয়া মুয়াম্মারিয়াতে বায়'আত গ্রহণ করেন এবং মাহবুবে ইলাহী রহ্মাতুল্লাহি আলাইহি'র দরবারে তাঁর দাদাজানের পবিত্র হাতেই উক্ত সিলসিলার ইজাযাত ও খিলাফাত অর্জন করেন। অতঃপর তাঁর সম্মানিত পিতা হুযুর শায়খে আ'যম রহ্মাতুল্লাহি আলাইহি'র পবিত্র হাতে তিনি 'ক্বাদেরিয়া চিশ্‌তিয়া আশরাফীয়া'তে বায়'আত গ্রহণ করেন এবং খিলাফাত ও ইজাযাত অর্জন করেন।

❑ দীন ও সুন্নিয়তের খেদমত:

হুযুর মাখদুমুল মাশায়েখ ও শায়খে আ'যম রহ্মাতুল্লাহি আলাইহিমা'র পবিত্র রুহানী ফায়যে তিনি দীন ও সুন্নিয়তের খেদমতে আত্মনিয়োগ করেন। এ সময়েই তিনি বহু গোমরাহ্ লোকদের সুন্নিয়তের নূর দেখান এবং বহু সাধারণ সুন্নীদের সিলসিলায়ে আশরাফিয়াতে মুরীদ করে অসাধারণ করে তোলেন। বহু মানুষকে চোখের পলকেই বেলায়াতের নূর দান করেন।

❑ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য:

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বাহ্যিক অপরূপ সৌন্দর্য্যকে অসংখ্য গুণের দ্বারা সুসজ্জিত করে দেন। জ্ঞান, ধৈর্য্য, সহনশীলতা, বিনয়, নম্রতা, আপন শায়খগণের আমানতের রক্ষণাবেক্ষণ, সত্যবাদীতা, সাহসীকতা, একনিষ্ঠতা, সাবধানতা, সহানুভূতি, পরোপকারীতা, হাসিখুশী থাকা, সকলের সাথে আন্তরিকতা বজায় রাখা— এমন অসংখ্য পবিত্র গুণের দ্বারা মহান আল্লাহ্ তাঁর অভ্যন্তরীণ সমস্ত পর্যায়কে পবিত্র করেন। তিনি দিন-রাত আপন বুয়ুর্গানে কেরামের মিশন-এর প্রচার-প্রসারের কাজে রত থাকেন এবং তাঁর প্রতিটি কাজের পেছনে উদ্দেশ্য একটাই যে কীভাবে এই মিশনকে স্থায়ীভাবে দায়েম ও কায়েম রাখা যায়। শুধু এ

ব্যাপারে তিনি কারো কোন কথা ও বাধার প্রতি দ্রুত প্রতিক্রিয়া না করে আপন উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের প্রতি এগিয়ে যাচ্ছেন এবং প্রচণ্ড নীরবতা ও ধৈর্য্যশীলতার দ্বারা মাখদুমী মিশনের প্রতি আগত প্রতিটি সমস্যা, বাধা ও বাধাপ্রদানকারীদের দূর্গ ভেঙ্গে চুরমার করে এগিয়ে যাচ্ছেন। ইখলাস-একনিষ্ঠতা ও দুনিয়াবিমুখতা তাঁর অন্যতম এমন গুণ, যা তাঁকে দুনিয়া ও এর ধনসম্পদ হতে অমুখাপেক্ষী করে তোলে। তাঁর আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞান-মেধা ও চিন্তাশীলতা এবং জোশপূর্ণ কাজ বাতিল ও পথভ্রষ্টদের মহল কাঁপিয়ে তোলে।

□ হযুর সরকারে কালাঁ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)’র দৃষ্টিতে:

হযুর সরকারে কালাঁ সায়েদ মুখতার আশরাফ আশরাফী আল-জীলানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) হযুর ক্বায়েদে মিল্লাত (মুদা যিল্লুল্ল ‘আলী)-কে প্রচণ্ড ভালবাসতেন। এমনকি দুনিয়া হতে পর্দা করার পূর্বেও কিছু দিন তো হযুর ক্বায়েদে মিল্লাতের সামান্য অনুপস্থিতিতে উনি অস্থির হয়ে উঠতেন এবং বারবার বলতেন ‘মাহমুদ মিয়াকে ডাকো। তাঁর সাথে আমার জরুরি অনেক কথা আছে।’ এই ধরনের উক্তি থেকে বুঝা যায় যে, তিনি আপন প্রিয় নাতীর উপর কতটা ভরসা রাখতেন এবং কত ভালোবাসতেন। এর চেয়ে বড় প্রমাণ আর কী থাকতে পারে যে, হযুর সরকারে কালাঁ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) ইনতিকালের পূর্বে আপন ওসিয়ত নামায় লিখেছিলেন যে, ‘আমার ইনতিকালের পরবর্তী ৩য় ও ৪০তম দিনের ফাতেহা অনুষ্ঠানের সকল আয়োজন মাহমুদ মিয়া-ই করবে। তাঁকে আমি সবকিছু বুঝিয়ে দিয়েছি।’ আর আল্লাহ’র রহমতে তিনি তাঁর কথা মতই উক্ত আয়োজন চমৎকারভাবে সম্পন্ন করেন।

হযুর সরকারে কালাঁ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) আপন মজলিসে যখনই খানক্বাহ ও মাদ্রাসার কথা উল্লেখ করতেন, তখন বলতেন: ‘ইযহার মিয়া খানক্বাহ ও মাদ্রাসার জন্য নিজের পুরো জীবন উৎসর্গ করে দিয়েছে এবং তাঁরই পরিশ্রমে মাদ্রাসা ও খানক্বাহের কাজ এত উন্নত হয়েছে। কিন্তু তাঁর স্বাস্থ্য ভাল থাকে না।’ এ কথা বলে বলে তিনি চিন্তিত হয়ে পড়তেন, কিন্তু সাথে সাথেই বলে উঠতেন: ‘মাহমুদ মিয়ার মাঝে অনেক দূরদর্শীতা, ধৈর্য, সাহসীকতা ও কর্মস্পৃহা রয়েছে। আমার

পূর্ণ ভরসা আছে যে, সে এই দায়িত্বসমূহ পালন করতে পারবে এবং আশা আছে, সে আপন পিতার সংকল্পগুলোকে পরিপূর্ণ করবে।’ একদা কিছু ষড়যন্ত্রকারী খানক্বাহ ও মাদ্রাসায় এমন পরিস্থিতি গড়ে তুলেছিল যে, ছাত্র-শিক্ষক ও যিয়ারতকারীদের মাঝে এমন আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল যে, হয়তো এখানে রক্ত প্রবাহিত হয়ে যাবে। কিন্তু যখন হুযুর ক্বায়েদে মিল্লাত (সাহেবে সাজ্জাদাহ্) ধৈর্যশীলতা ও বুদ্ধিমত্তার দ্বারা পরিস্থিতি স্বাভাবিক করে তোলেন তখন হুযুর সরকারে কালাঁ (রহ্মাতুল্লাহি আলাইহি) খুশি হয়ে বলেন: ‘এখন আমার পূর্ণ বিশ্বাস হয়ে গেছে যে, মাহমুদ মিয়া মাদ্রাসা ও খানক্বাহর সমস্ত দায়িত্ব পালন করতে পারবে।’

এ ধরনের অনেক কথা তিনি বহুলোকদের সামনে বলতেন। ড. সায়্যিদ মাযাহির আশরাফ আশরাফী (পাকিস্তান) সাহেব হুযুর সরকারে কালাঁ (রহ্মাতুল্লাহি আলাইহি)র সাথে এক সাক্ষাতের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন যে, “হুযুর সরকারে কালাঁ (রহ্মাতুল্লাহি আলাইহি) ইরশাদ করেন: আমার দাদা আপন ওয়ালী আহাদ (স্থলাভিষিক্ত)-এর ওয়ালী আহাদকে দেখেছেন কিন্তু আমি আমার ওয়ালী আহাদের ওয়ালী আহাদকে শুধু দেখি নি বরং তাঁর প্রতিষ্ঠিত কাজও দেখেছি। এখন আমি প্রশান্তিতে দুনিয়া ত্যাগ করছি যে, খানক্বাহে আশরাফিয়া হাসানিয়া সরকারে কালাঁ নিরাপদ হাতে আছে। জামে’ আশরাফ মাশা-আল্লাহ্ পরিপূর্ণ উন্নতির পথে আছে। এর ইমারত পরিপূর্ণ ইসলাম ও এর প্রচারের মারকায হিসেবে প্রতিষ্ঠিত আছে।”

তিনি আরো বলেন: হযরত সরকারে কালাঁ (রহ্মাতুল্লাহি আলাইহি) আমাকে ৫ মাস পূর্বেও সাক্ষাতে বলেছিলেন যে, ‘ইযহার মিয়ার বয়স ৬০ বছর হয়ে গেছে এবং হৃদরোগে আক্রান্ত, কিন্তু আমার নাতি এবং ইযহার মিয়ার জানাশীল (স্থলাভিষিক্ত) মাশা-আল্লাহ্ অনেক গুণী, আলেম, ফায়েল, নওজোয়ান, মুদাব্বির (জ্ঞানী সমাধানকারী) এবং অনেক ধৈর্যশীল, বিসুদ্ধ পরিপূর্ণ হাসানী স্বভাবের অধিকারী।’

মূলকথা এই যে, হুযুর ক্বায়েদে মিল্লাতকে হুযুর সরকারে কালাঁ (রহ্মাতুল্লাহি আলাইহি)-সহ শায়খে আ’যম ও খানদানে আশরাফিয়ার সমস্ত বুয়ুর্গানে কেরাম প্রচুর ভালোবাসেন।

□ সাহেবে সাজ্জাদাহ্ হিসেবে হুযুর ক্বায়েদে মিল্লাত (মুদ্দা যিল্লুহুল্ ‘আলী):

হুযুর শায়খে আ‘যম (রহ্মাতুল্লাহি আলাইহি)-এর পর্দা করার পর ১ জুন, ২০১২ সালে তিনি সাজ্জাদানশীন হিসেবে অভিষিক্ত হন। হুযুর শায়খে আ‘যম (রহ্মাতুল্লাহি আলাইহি)-এর ৪০ দিনের ফাতেহার অনুষ্ঠান ও হুযুর সরকারে কালাঁ (রহ্মাতুল্লাহি আলাইহি)-এর উরস শরীফের অনুষ্ঠানে খান্দানে আশরাফিয়া হাসানিয়া হুসাইনিয়া আহমাদিয়ার সমস্ত মাশায়েখে হাযরাত-সহ সমস্ত মুরীদ ও ভক্তগণ-এর সামনে তাঁর পবিত্র মাথায় তাজ, খেরকা ও আমামা (পাগড়ী) রাখা হয়, সবাই একত্রিতভাবে তাঁর সাজ্জাদানশীন হওয়ার পত্রে দস্তখত করেন এবং সবাই একে একে তাঁর সাথে মুসাফাহা, মু‘আনাকা ও মুবারকবাদ পেশ করেন।

দেশ-বিদেশে তাঁর অসংখ্য ভক্ত-মুরীদ রয়েছে এবং ধারাবাহিকভাবে সবসময়ই তাঁর নিকট লোকেরা বায়‘আত গ্রহণ করে মাখদুমী ফায়য পেয়ে ধন্য হচ্ছে।

আল্লাহ্ তা‘আলার নিকট সমস্ত আশরাফীদের পক্ষ থেকে এই দু‘আ যে, মহান আল্লাহ্ সাহেবে সাজ্জাদাহ্ (আস্তানায়ে আলিয়া আশরাফিয়া)’র ছায়া মুবারক আমাদের মাথার উপর সর্বদা রাখুন এবং তাঁর পবিত্র সত্ত্বা দ্বারা সিলসিলায়ে আলিয়া আশরাফিয়ার চরম উন্নতি সাধিত হোক এবং মাখদুমী ডক্কা বিশ্বের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ুক। আমীন, বিজা-হি হাবীবীহী সায়্যিদিল্ মুরসালীন ওয়া ‘আলা আ-লিহী আজমা’ঈন।

□ হুযুর ক্বায়েদে মিল্লাত (মুদ্দা যিল্লুহুল্ ‘আলী)-এর পবিত্র অবদান:

হুযুর শায়খে আ‘যম (রহ্মাতুল্লাহি আলাইহি) যে-সকল মহান কাজ পরিপূর্ণ করে গেছেন, হুযুর ক্বায়েদে মিল্লাত (মুদ্দা যিল্লুহুল্ ‘আলী) তার

প্রসারতা দুনিয়াব্যাপি ছড়িয়ে দিচ্ছেন এবং কেয়ামত পর্যন্ত এর খেদমত জারি রাখার জন্য ‘সায়্যিদ মাহমুদ আশরাফ দারুত তাহকীক ওয়া তাসনীফ’ প্রতিষ্ঠা করেন। যার মাধ্যমে দীন, সুন্নিয়াত ও তুরীকুত-এর বিভিন্ন বিষয়ের উপর কুরআন-হাদীস মোতাবেক কিতাব রচনা করা হয়।

□ সায়্যিদ মাহমুদ আশরাফ দারুত তাহকীক ওয়া তাসনীফ:

হযুর ক্বায়েদে মিল্লাত (মুদ্দা যিল্লুহুল্ ‘আলী) ২০১৩ সালের মে মাসে কিছাউছা শরীফে ‘সায়্যিদ মাহমুদ আশরাফ দারুত তাহকীক ওয়া তাসনীফ’ প্রতিষ্ঠা করেন।

➤ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য:

১. পূর্ববর্তী বুয়ুর্গানে কেরামের আরবী ও ফার্সী কিতাবসমূহ অনুবাদ করা।
২. মুসলমানগণের ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য প্রয়োজনীয় ও উপকারী সাহিত্য রচনা করা।
৩. আশরাফিয়া সিলসিলার বুয়ুর্গানে কেরামের কিতাবসমূহ জনসাধারণের সামনে নিয়ে আসা।
৪. আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আতের আক্বাঈদ, মাসায়েল, দৃষ্টিভঙ্গি ও কর্মকাণ্ডের বিরোধীদের হামলার ইলমী বিশ্লেষণমূলক জবাবী বই এবং বক্তব্য প্রকাশ করা।
৫. পূর্ববর্তী বুয়ুর্গানে কেরামের খেদমত ও অবদান-এর বর্ণনা নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে একত্রিত করে প্রকাশ করা।
৬. পূর্ববর্তী বুয়ুর্গানে কেরামগণের দ্বীনি ও ইলমী কিতাব সমূহ সহীহ সনদ ও সংস্করণে প্রকাশ করা।

□ আহলে সুন্নাত রিসার্চ সেন্টার:

হযুর ক্বায়েদে মিল্লাত (মুদ্দা যিল্লুহুল্ ‘আলী) বাতিল ফেরক্বাহ্ হতে বাঁচার জন্য, দীন ও সুন্নিয়াতের হেফাজতের লক্ষ্যে ২০১৫ সালে

মুদ্রাইতে ‘আহ্লে সুন্নাত রিসার্চ সেন্টার’ প্রতিষ্ঠা করেন। যার মাধ্যমে সুন্নিয়াতের কিতাবসমূহ প্রকাশ করা হয়। যেন সাধারণ মানুষ বুঝতে পারে যে, সঠিক ইসলামের মূলরূপ কী এবং নবীজির সুন্নাতের রূপরেখা কেমন।

‘আহ্লে সুন্নাত রিসার্চ সেন্টার’ হতে উর্দু, হিন্দি এবং ইংরেজি এই ৩ ভাষায় বই প্রকাশ করা হয়। ইতিমধ্যে নিম্নোক্ত ৩টি বইসহ আরো অনেক বই তিন ভাষায় প্রকাশ করা হয়েছে:

১. তারকে রাফ‘য়ে ইয়াদাইন (নামায়ে বারবার হাত তোলায় নিষেধাজ্ঞা)।
২. নামায মেন্নাফ কে নীচে হাথ বান্ধনা (নামায়ে নাভীর নীচে হাত বাঁধা)।
৩. ফিসকে ইয়াযীদ (ইয়াযীদ-এর পাপাচার)।

মহান আল্লাহ্ তা‘আলার নিকট ফরিয়াদ, বিশ্বব্যাপী হুযুর ক্বিবলা ক্বায়েদে মিল্লাত (মুদা যিল্লুহ্ন্ ‘আলী)’র রুহানী খেদমত ও তাঁর ফায়য আমাদের সবাইকে নসীব করুন। আমীন, বিহ্রমাতি সায্যিদিল্ মুরসালীন সল্লাল্লাহ্ তা‘আলা ‘আলাইহি ওয়া আ-লিহী ওয়া সাল্লাম)।